# জন ডিউই (John Dewey)

## ■ ভূমিকা (Introduction) :

বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার তত্ত্বমূলক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যিনি নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা ঘটিয়েছিলেন তিনি হলেন বিখ্যাত আমেরিকান দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ জন ডিউই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে *রুশো* যে আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে *পেস্তালৎসি, হার্বার্ট, ফ্রয়েবেল* প্রমুখ শিক্ষাবিদদের প্রচেষ্টায় যার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছিল, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জন ডিউই-র অক্লান্ত পরিশ্রমে তা বর্তমান যুগের উপযোগী নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে ও সার্থক পরিণতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ডিউই তাঁর সুগভীর দার্শনিক চিন্তার প্রভাবে শিক্ষা সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়কে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষাদানের জন্য নতুন ধরনের শিক্ষণ-পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। 1896 খ্রিস্টাব্দে তিনি Laboratory School নামে একটি পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানেই তিনি শিক্ষা সম্পর্কে নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষা করেন। তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত প্রামাণ্য বই হল—'Democracy and Education', 'Education Today' এবং 'Experience and Education'। তাঁর সুচিন্তিত শিক্ষানীতি পৃথিবীর সকল শিক্ষাবিদদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। জন ডিউই শিক্ষাদর্শনের সূত্রে আধুনিক শিক্ষা তার অনেক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।

জন ডিউই

## ■ ডিউই-র জীবনদর্শন (Dewey's View of Life) :

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা, সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং পরিবেশগত পরিস্থিতি সব মিলিয়ে গড়ে উঠেছিল জন ডিউই-র জীবনদর্শন। দার্শনিক মতবাদের দিক থেকে তিনি ছিলেন **প্রয়োগবাদী** (Pragmatist)। তবে তাঁর চিন্তাধারায় তিনি **ভাববাদ** (Idealism) **প্রকৃতিবাদ** (Naturalism) ও **অভিব্যক্তিবাদের** (Theory of Evolution) মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করে প্রয়োগবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপন করেছেন। তাই তাঁর দার্শনিক চিন্তাকে পরীক্ষামূলক প্রয়োগবাদ (Experimental Pragmatism বা Instrumentalism) বলা যায়। তাঁর জীবনদর্শনের মূল কথা হল—

(i) সত্য সর্বজনীন, চিরস্থায়ী অথবা অপরিবর্তনীয় নয়। চিরন্তন সত্য বলে কিছু নেই (No truth is eternal)। মানুষের জীবনেরও চিরন্তন নির্দিষ্ট মান বা লক্ষ্য নেই। জীবনের লক্ষ্য ও মানের স্থানভেদে পরিবর্তন হয়।

(ii) চিন্তা এবং কর্মের সঙ্গে জ্ঞান একাত্মভাবে সংযুক্ত। জ্ঞান লাভ করতে হলে নিজের চেষ্টায় তা আহরণ করতে হবে। সক্রিয় হলেই সত্য বা জ্ঞান লাভ করা যায়। সুতরাং, চিন্তা ও কর্ম একত্রে সমন্বিত হলে তাদের যৌগিক ফল জ্ঞানকে সার্থক রূপদান করবে।

(iii) আত্মার বিকাশ নির্জনেও হয় না, প্রাকৃতিক পরিবেশেও হয় না। পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশেরও দরকার। সামাজিক পরিবেশ ছাড়া শিশুর দৈহিক, মানসিক বা আত্মিক কোনো বিকাশই সম্ভব নয়।

(iv) যে জ্ঞান সমাজ অথবা বিশ্বকল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে সেই জ্ঞানের অনুশীলনই বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয় সমাজের মধ্যে শিশু সমাজজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করবে ও সামাজিক কল্যাণকর বিষয়গুলি আয়ত্ত করবে।

## ■ ডিউই-র শিক্ষাদর্শন (Educational View of Dewey) :

ডিউই-র প্রয়োগবাদী জীবনদর্শন তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। তিনি শিক্ষাকে দর্শনের প্রয়োগক্ষেত্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে—শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে নিবিড় সংযোগ রয়েছে। একটিকে অপরটি থেকে কোনোমতেই পৃথক করে দেখা চলে না। শিক্ষাই হচ্ছে জীবন, আর জীবনই হচ্ছে শিক্ষা। কাজেই শিক্ষার অর্থ শুধুমাত্র ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি নয়—সার্থক জীবনযাপনের প্রক্রিয়াকেই বলে শিক্ষা। প্রয়োগবাদী দর্শনের উপর ভিত্তি করে ডিউই যে শিক্ষাদর্শন গড়ে তুলেছেন তার বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

***(i) শিক্ষাই জীবন (Education is Life) :*** ডিউই শিক্ষা এবং জীবনকে পৃথকভাবে দেখেননি। তাঁর মতে, শিক্ষার্থী শিক্ষার মধ্য দিয়ে বাস্তব জীবনের বহুমুখী সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হবে। এইসব সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সে যে জ্ঞান লাভ করবে তাই হবে তার প্রকৃত শিক্ষা।

***(ii) শিক্ষাই বিকাশ (Education is Development) :*** ডিউই বলেছেন—জীবনের ধর্ম হল বিকাশ আর এই বিকাশের কোনো শেষ নেই। শিক্ষা হল বিকাশের একটি অবিরাম গতিশীল প্রক্রিয়া যা জন্মের পর থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সমগ্র জীবনব্যাপী প্রসারিত। জীবনের কোনো পর্যায়েই শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে না। সুতরাং, বিকাশ ও শিক্ষার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

*(iii) শিক্ষাই সামাজিক সামর্থ্য লাভের উপায় (Education as mean of gaining social efficiency)* ঃ ডিউই-র মতে, মানুষ সামাজিক জীব। সে জীবনবিকাশের জন্য সমাজ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে এবং অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করে। শিক্ষার কাজ হবে অসামাজিক, অপরিণত শিশুকে সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা। সুতরাং, শিক্ষা হল এক ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া যা শিক্ষার্থীকে সামাজিক ক্ষমতার বিকাশে সাহায্য করে।

*(iv) শিক্ষাই অভিজ্ঞতার পুনঃসংগঠন (Education is reconstruction of experience)* ঃ জন্মের পর থেকে প্রতি মুহূর্তে শিশু নানারকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। তারপর যত তার বয়স বাড়তে থাকে ততই সে আরও নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এইভাবে পূর্বেকার অনেক অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে বাতিল হয়ে যায়, আর তার স্থান গ্রহণ করে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা। শিশুর ক্রমবিকাশের পথে ক্রমাগত যে অভিজ্ঞতার পুনঃসংগঠন হয় তাই হল প্রকৃত শিক্ষা।

ডিউইর মতে, গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই হল সার্থক শিক্ষার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। কারণ, এই জাতীয় সমাজব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তির আত্মবিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ রয়েছে। একজন সামাজিক মানুষ হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা ও মূল্যের উপর বিশ্বাসই গণতন্ত্রের ভিত্তি। আবার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তির কল্যাণ ও সমাজের কল্যাণ পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ রেখেই ডিউই তাঁর শিক্ষাদর্শন গড়ে তুলেছেন। তাই তাঁর শিক্ষাদর্শনকে গণতান্ত্রিক শিক্ষাদর্শন বলা হয়।

## ■ ডিউই-র শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাধারা (Dewey's thought on Education) ঃ

ডিউই শিক্ষাকে দর্শনের প্রয়োগক্ষেত্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন। শিক্ষার এই প্রয়োগমূলক দিক থেকেই আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার জন্ম হয়েছে। ডিউই-র শিক্ষাচিন্তায় তাই শিক্ষার ব্যাবহারিক মূল্য এবং বাস্তব জীবনের সমস্যাসমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

## ■ ডিউই-র শিক্ষার লক্ষ্য ঃ

ডিউই শিক্ষার নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য স্থির করে দেননি। যেহেতু প্রাকৃতিক ও সামাজিক উভয় পরিবেশই পরিবর্তনশীল, সেহেতু শিক্ষার কোনো স্থির লক্ষ্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। পরিবর্তনশীল জীবনের উপযোগী শিক্ষার জন্য পরিবর্তনশীল লক্ষ্যই প্রয়োজন। শিক্ষা যেহেতু একটি প্রক্রিয়া এবং প্রক্রিয়ার কোনো লক্ষ্য বা শেষ নেই, তাই

শিক্ষার বাইরে শিক্ষারও কোনো লক্ষ্য নেই। তাঁর মতে—শিক্ষার লক্ষ্য 'আরও শিক্ষা'। তিনি তাঁর **'Democracy and Education'** গ্রন্থে বলেছেন, 'The function of education is to help growing of young animal into a happy, moral and efficient human being'। তাই তিনি কতকগুলি লক্ষ্যের বেড়াজালে শিক্ষাকে বেঁধে তার গতিকে স্তব্ধ করে দিতে চাননি।

## ■ ডিউই-র পাঠক্রম ঃ

পাঠক্রম সম্পর্কে ডিউই এক অভিনব ধারণা দিয়েছেন। পাঠক্রম বলতে তিনি শিক্ষার্থীর সব রকম অভিজ্ঞতাকেই বুঝিয়েছেন। তাই তিনি পাঠক্রমের নির্দিষ্ট কোনো বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেননি। শিশু আত্মসচেতনতার মাধ্যমে যেসব কাজ করবে এবং যত অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, তাই হবে তার পাঠক্রম। তাই তিনি পাঠক্রমে বৃত্তিমূলক কাজ এবং হাতের কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। এই ধরনের শিক্ষার জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞতাভিত্তিক এবং কর্মভিত্তিক পাঠক্রম। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী নিজেই তার নিজের পাঠক্রম রচনা করবে। বাইরের কোনো সংস্থা তার পাঠক্রম ঠিক করে দেবে না। এই ধারণাকে ভিত্তি করে ডিউই পাঠক্রমের কয়েকটি নীতি নির্ধারণ করেছেন। এগুলি হল—

*(i) নমনীয়তা ঃ* পাঠক্রম শিশুর আগ্রহ ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক হবে। এতে সামাজিক প্রয়োজনের প্রতিফলন ঘটবে।

*(ii) অভিজ্ঞতাভিত্তিক ঃ* পাঠক্রম হবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক। পাঠক্রমে সমস্যাগুলি এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে পুরাতন অভিজ্ঞতা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করে।

*(iii) আগ্রহ ও সামর্থ্যভিত্তিক ঃ* শিশুর আগ্রহ, প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যকে সামনে রেখে পাঠক্রমে এমন বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে বিষয়গুলির সঙ্গে বাস্তবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে।

*(iv) উপযোগিতাভিত্তিক ঃ* পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর উপযোগিতা থাকা চাই। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর উপযোগিতা নির্ধারিত হয়। বাস্তব জীবনে, কেবল কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের উপযোগিতা উপলব্ধি করতে পারে।

## ■ ডিউই-র শিক্ষণ পদ্ধতি ঃ

ডিউই শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করার কথা বলেছেন। তাই তিনি শিশুর জীবনকে মানসিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ৩টি স্তরে ভাগ করেছেন।

(i) *খেলার প্রাধান্যমূলক স্তর (Period of giving importance on playing)* : (4 থেকে 8 বছর বয়স পর্যন্ত)—এই স্তরের প্রথম দিকে শিশু পরিবারের মধ্যে খেলার মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের অনুশীলন করবে। পরে এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সে অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত হবে। এই স্তরের শেষে শিশুকে লেখা, পড়া ও ভূগোল সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দিতে হবে।

(ii) *স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগের স্তর (Period of Spontaneous attention)* : (8 থেকে 12 বছর বয়স পর্যন্ত)—এই স্তরে শিশু জীবনের প্রত্যক্ষ সমস্যাসমাধানের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। তাই এই স্তরে তাকে বিভিন্ন সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে স্থাপন করে সমস্যাসমাধানের সুযোগ দিতে হবে। এই স্তরে শিক্ষার্থীদের সমাজবিদ্যার (Social Studies) শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা মানবসভ্যতার বিকাশের ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।

(iii) *চিন্তনশীল মনোযোগের স্তর (Period of reflective attention)* : (12 বছরের পরবর্তী কাল)—এই স্তরে শিশুরা নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে এবং নিজেরাই সমাধান করতে পারে। তাই এই স্তরে মনের চিন্তন প্রক্রিয়াকে জাগ্রত করার জন্য উদ্‌বোধক প্রয়োজন এবং উদ্‌বোধক হবে সমস্যাভিত্তিক। এই সমস্যাসমাধানের জন্য সে যে তথ্যসংগ্রহ করবে এবং সমস্যাসমাধানের মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করবে তা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে পরীক্ষা করবে।

এই পদ্ধতিকে ডিউই বলেছেন **'সমস্যামূলক পদ্ধতি'** (Problem Method) ডিউই এই পদ্ধতিতে 5টি স্তর বা সোপানের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—

(i) *সক্রিয়তা (Activities)* : ব্যক্তি তার সক্রিয়তার দ্বারা পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া করে। তাই তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।

(ii) *সমস্যা (Problem) সৃষ্টি* : যখন নতুন পরিস্থিতি বা পরিবেশ সৃষ্টি হবে তখন শিশু কাজটি করতে গিয়ে অভ্যস্ত আচরণে বাধা পায় এবং নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

(iii) *তথ্য (Data) সংগ্রহ* : শিশু তখন নতুন সমস্যাসমাধানের জন্য নানাবিধ তথ্যসংগ্রহ করার চেষ্টা করে।

(iv) *প্রকল্প (Hypothesis) গঠন* : সংগৃহীত তথ্য থেকে সে একটি সম্ভাব্য সূত্র আবিষ্কার করে এবং সমস্যাসমাধানের উপায় হিসাবে নির্বাচন করে।

(v) *পরীক্ষণ (Testing)* : এই সমাধান সূত্রটি সে নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করে তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে।

ডিউই তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতি এইভাবে বাস্তবক্ষেত্রে পরীক্ষণের উপর দাঁড় করিয়েছেন। কোনো কৃত্রিম অনুশাসন বা নিয়ন্ত্রণের দ্বারা শিশুর স্বাধীনতাকে ব্যাহত করা যাবে না। তিনি গতানুগতিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ তুলে দিয়েছিলেন এবং পুস্তক পাঠকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর বিদ্যালয়ে সক্রিয়ভাবে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমেই শিশুরা নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করত। পরবর্তীকালে এই সমস্যামূলক পদ্ধতি (Problem Method) সংস্কারের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে প্রোজেক্ট পদ্ধতি (Project Method)।

## ■ শিক্ষক সম্পর্কে ডিউই-র ধারণা ঃ

রুশোর মতো শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকাকে ডিউই উপেক্ষা করেননি। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত না করে পরোক্ষভাবে পাঠের সব পর্যায়েই অংশগ্রহণ করবেন যাতে শিশু সামাজিক গুণাবলি অর্জন করে উপযুক্ত মানুষ হয়ে উঠতে পারে। তিনি শিক্ষার্থীর মানসিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হবেন এবং তাদের বিষয় নির্বাচনে সহায়তা করবেন। সমস্যা যেন শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতার উপযুক্ত হয় এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয় সেদিকে লক্ষ রাখবেন। অর্থাৎ শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর বন্ধু, দার্শনিক এবং যোগ্য নির্দেশক (Friend, Philosopher and Guide)।

## ■ শৃঙ্খলা সম্পর্কে ডিউই-র ধারণা ঃ

ডিউই প্রচলিত শৃঙ্খলা সম্পর্কিত ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তিনি সামাজিক শৃঙ্খলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমাজজীবনে সহযোগিতামূলক কাজের মধ্য দিয়ে প্রকৃত শৃঙ্খলাবোধ গড়ে ওঠে। সুতরাং, বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একটি সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যেখানে শিশুরা পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার সুযোগ পাবে। ফলে তাদের প্রক্ষোভ ও প্রবৃত্তি মার্জিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং বাইরে থেকে শৃঙ্খলা রক্ষার কোনো চেষ্টা করতে হবে না। ডিউই-র মতে শৃঙ্খলার লক্ষ্য হবে শিশুর মধ্যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক অভ্যাস ও সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করা।

## ■ শিক্ষালয় সম্পর্কে ডিউই-র ধারণা ঃ

ডিউই তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে প্রত্যক্ষ রূপ দেবার জন্য 1896 খ্রিস্টাব্দে শিকাগোতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এটি গবেষণামূলক বিদ্যালয় (Laboratory or Experimental School) নামে পরিচিত। এখানে তিনি তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষাই ছিল (Learning by doing) এই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য। ডিউই মনে করতেন বিদ্যালয় হবে সমাজের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি (Reflection of society)। সমাজের যা কিছু ভালো, যা কিছু শ্রেয় তাই শুধু বিদ্যালয়ে স্থান পাবে। বিদ্যালয় হবে সরল, বিশুদ্ধ ও সমন্বিত সমাজ। তাই তিনি

বিদ্যালয়কে purified, simplified and better balanced society আখ্যা দিয়েছেন। বিদ্যালয় হল বৃহত্তর পরিবারের একটি অংশ। গৃহের যেসব কাজের সঙ্গে শিশু পরিচিত সেইসব কাজই যথাযথ পরিচালনার মাধ্যমে দক্ষতার সঙ্গে সে বিদ্যালয়ে করতে শিখবে। বিদ্যালয়ের এইরূপ আদর্শ সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রকার যৌথ কাজকর্মে অংশগ্রহণ করলে একদিকে যেমন তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে, তেমনি অন্যদিকে তারা প্রয়োজনীয় সামাজিক গুণাবলি অর্জন করতে পারবে।

## ■ ডিউই-র শিক্ষাচিন্তার মূল্যায়ন ঃ

● অবদান ঃ

(i) শিক্ষার তত্ত্বমূলক ও ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে ডিউই-র বক্তব্য আধুনিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উপযোগী করে গড়ে তোলার কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে তাঁরই।

(ii) শিক্ষাকে জীবনযাপনের প্রক্রিয়া হিসাবে গ্রহণ করে তিনি শিক্ষা সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং অর্থকে এক গভীর ব্যঞ্জনা দান করেছেন।

(iii) শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদার মধ্যে সার্থক সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের মধ্যে যে বিরোধ ছিল তার অবসান ঘটিয়েছেন। এই সমন্বয়বাদই শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান।

(iv) বিদ্যালয় পরিবেশকে সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসাবে গড়ে তুলে ডিউই আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছেন।

● ত্রুটি ঃ

(i) ডিউই বলেছেন, কোনো নীতিই সত্য, শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় নয়। যার উপযোগিতা আছে তাই শুধু সত্য। কিন্তু জীবনে এমন অনেক জিনিস আছে যা উপযোগী নয় অথচ সত্য।

(ii) ডিউই-র মতে, শিক্ষার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। কিন্তু শিক্ষার মতো প্রয়োজনীয় একটি বস্তু যাকে সমাজ পরিবর্তনের একটি হাতিয়ার বলে মনে করা হয়, তার অবশ্যই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে।

(iii) ডিউই বলেছেন, শিশু হাতেনাতে কাজের মধ্য দিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাই হল প্রকৃত শিক্ষা। কিন্তু শিশু পাঠ্যপুস্তক থেকে অথবা শিক্ষকের কাছ থেকেও বহু কিছু শিখতে পারে।